জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়ন কার্যক্রম
কোস্ট ফাউন্ডেশন
২৫ জুন, ২০২১

যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা নিয়ে ওরিয়েন্টেশন:

গত মার্চ থেকে মে পর্যন্ত মোট ৬টি ব্যাচে ৫০৮ জন প্রকল্প কর্মীদের ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়। এর মধ্যে ৩টি ভার্চুয়াল ও ৩টি ফিজিক্যাল ট্রেনিং।

উদ্দেশ্যসমূহ:

১. কর্মীদের যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানির সংজ্ঞা জানানো
২. জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়নে সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা সৃষ্টি
৩. মানবিক সহায়তার কর্মী হিসেবে সদস্যদের প্রতি কেমন আচরণ করা উচিত জানানো
৪. যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করা
৫. সর্বোপরি, কোন ঘটনা ঘটলে কীভাবে রিপোর্ট করবে, কোথায় অভিযোগ করবে, কীভাবে সম্পর্কে জানানো হয়।

গত দুইমাসের উল্লেখযোগ্য অভিযোগ ও সমাধানসমূহ

ক্রম নং	আলোচ্য বিষয়	বিস্তারিত বিবরণ	সিদ্ধান্ত/সমাধান
১.	চাকরি কেড়ে নেওয়ার ভয় দেখানো	নারী কর্মীদের কথায় কথায় চাকরি কেড়ে নেওয়ার ভয় দেখানো হয়। নাম জানতে চাইলে এড়িয়ে যান। –চট্টগ্রাম অঞ্চল	আরপিসিকে এবিষয়ে সভা করার জন্য ও নজর রাখার জন্য বলা হয়।
২.	সন্ধ্যার পরে বকেয়া আদায়	সন্ধ্যার পরে বকেয়া আদায় করতে গেলে এলাকার লোকজন নানা কটু কথা বলে। ––ভোলা ও চট্টগ্রাম অঞ্চল	সার্কুলার অনুযায়ি সন্ধ্যার পরে বকেয়া আদায় নিষেধ। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
৩.	খারাপ ব্যবহার, গালমন্দ ইত্যাদি	রামুর শাখা ব্যবস্থাপক সজল কুমার শীল দুইজন নারী কর্মীর সাথে দুর্ব্যবহার, গালমন্দ ও অসুস্থ হলে ছুটি দিতে চান না। একই সাথে তিনি প্রচুর মিথ্যা কথা বলেন। ––কক্সবাজার অঞ্চল	কারণ দর্শানো হয়েছে।
৪.	ছুটি (মার্তৃত্বকালীন, পিরিয়ড ইত্যাদি)	গর্ভের সন্তান ৭ মাস বয়স হলে সঙ্গে একজন নারী থাকার কথা থাকলেও তা মানা হয় না। পিরিয়ডের সময় কেউ কেউ ছুটি দিতে চান না। ––ভোলা ও কক্সবাজার অঞ্চল	এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
৫.	বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্কে জড়ানো	বাকেরগঞ্জ শাখার সিডিও সজল হোসাইন বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সদরের এক নারীর সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়ান এবং ভূয়া কাগজপত্র দেখিয়ে তাকে বিয়ের নাটক করেন। পরবর্তীকে তাকে নারীটি তা ধরে ফেলেন এবং অভিযোগ দায়ের করেন।––বরিশাল অঞ্চল	সজল হোসাইনকে সাময়িক চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়ার তাকে বরখাস্ত করা হবে।

পরামর্শ/অনুরোধ/মন্তব্য:

১. মাসে দুই শনিবার পূর্বের ন্যায় ছুটি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।--চট্টগ্রাম অঞ্চল
২. নারী কর্মীদের কাছাকাছি ফিল্ড দেওয়া যায় কিনা বিবেচনা করতে বলেন।--চট্টগ্রাম অঞ্চল
৩. পুরুষ কর্মীরা মটর সাইকেল চালায় বলে ভাতা ও আবাসন সুবিধা পায়। কিন্তু নারীরা সংকোচের কারণে তা পারে না। সেজন্য নারীরা যাতায়াত ভাতা বা বাসা ভাড়ার একটা অংশ দেয়া যায় কিনা বিবেচনা করার জন্য বলেন।
৪. যেসব নারী কর্মীর আউটস্ট্যান্ডিং এক কোটির উপরে তাদের মটর সাইকেল দেওয়ার জন্য আবেদন করেন।
৫. জেন্ডার মিটিং নিয়মিত হলে বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধা জানানোর পাশাপাশি সমস্যার সমাধান সহজ হয়।

প্রতিবেদন প্রস্তুত: ফেরদৌস আরা রুমী
উপ-পরিচালক-জেন্ডার, ট্রেনিং এবং কমিউনিটি রেডিও